হজ সফরে সহজ গাইড

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হজ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুহাম্মাদ মোশফিকুর রহমান

তাওয়াফুল বিদা/বিদায়ী তাওয়াফ

- তাওয়াফুল বিদা হজের ওয়াজিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করেছেন এবং বলেছেন, "বায়তুল্লাহর সাথে শেষ সাক্ষাত না করে তোমাদের কেউ যেন না যায়।" অন্য এক বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন, লোকদেরকে বলো, তাদের শেষ কর্ম যেন হয় বায়তুল্লাহর সাথে সাক্ষাত, তবে তিনি মাসিক স্রাবগ্রস্ত নারীর জন্য ছাড় দিয়েছেন।[1]
- হজ শেষে আপনি যদি মক্কায় অবস্থান করেন তবে এ তাওয়াফ আপনি মক্কা ছাড়ার আগ মুহূর্তে করবেন। মনে রাখবেন এটাই হবে মক্কায় আপনার শেষ কাজ। এ তাওয়াফের পর কোনো সময় ক্ষেপনকারী কাজ করা যাবে না। যেমন, ঘুমানো যাবে না। ওজর ছাড়া বেশি সময় পার করলে আবারও এ তাওয়াফ করতে হবে। এ তাওয়াফের পর সা'ঈ নেই। এ তাওয়াফ সাধারণ নফল তাওয়াফের মত; অর্থাৎ কোনো রমল নেই তবে তাওয়াফ শেষে দু'রাকাত সালাত আদায় করুন। তাওয়াফ শেষে যমযম এর পানি পান করে বাহির হন। অনেকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় সম্মানপ্রদর্শন করে পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হন যার কোনো ভিত্তি নেই।
- কোন নারী যদি তাওয়াফে ইফাদাহ করার পর ঋতুবর্তী হয়ে থাকেন এবং তাওয়াফে বিদার জন্য অপেক্ষা করতে না পারেন তাহলে তিনি চলে যেতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কোনো কাফফারার বা দম দেওয়ার দরকার হবে না।
- এ তাওয়াফের মাধ্যমে আপনার হজে তামাত্তু সম্পন্ন হলো।

ফুটনোট

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৫০, ২৩৫১

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6556

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন